উর্বশী ও আর্টেমিস

সিগনেট প্রেস
কলকাতা ২০

শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ রায়-কে

সূচীপত্র

উর্বশী ও আর্টেমিস

পলায়ন

সফরী চোখের সরল চাহনি, চোখের কোলের
কালিমার মায়া চোখ্ ভুলিয়েছে—চিকণ কপোল,
সিল্‌ক্‌মসৃণ শাদা আর ছোট পাণ্ডু ললাট।
ঘ্রাণ টানি মৃদু শীতল আঁধারে সুরভি চুলের।

স্বল্পপরিধি রক্তসূত্র সরস অধর
মুখে রেখেছি ও বক্ষে শুনেছি গ্রহদের বেগ।
দেখি মুহূর্ত-বিম্বে চিরন্তনেরই ছবি
উর্বশী আর উমাকে পেয়েছি এ প্রেমপুটে।

—সাতটি দিন ও রাত্রি একটি কবিতা আমার,
প্রেমের কবিতা করেছ আমাকে।
ফোটালে যে ফুল
সে ফুল শেফালি। তীর্থযাত্রী হৃদয় আমার
আর নাহি রয় এ কয়দিনের পান্থশালায়।

১৯২৮

কাব্যপ্রেম

তোমাকেই ঘিরে চলে রক্তস্রোত আমার মন্থর,
চিত্ত হল পথহারা স্বপ্নের নিবিড় কুয়াশায়।
জীবনের ছন্দ ভেঙে তোমার কেশের গন্ধ হায়
সর্পিল গতিতে টানে অহর্নিশি আমার অন্তর।
তোমাকেই আঁকে স্নায়ু পাকে পাকে দেহের ভিতর,
তোমারই অস্তিত্ব সৌরকেন্দ্র যে আমার চেতনায়।
আমার প্রত্যাশা, প্রেম রাখো তুমি আমার আশায়—
পুরুষ আমার চিত্ত নিত্য হেরে স্বপ্নস্বয়ম্বর।

তোমার সুঠাম দেহ, গোধূলি-রঙীন তনুখানি
যে মায়া বিছায় মনে, জানি আমি সেই মায়া জানি—
চিত্রকর ভাস্করের স্বপ্নমূর্তি আমি হেরিলাম
তোমার দেহের মাঝে। কবিতার হোলিতে রঙীন
আমার মনের বেশ—আবীরে মাতাল রাত্রি দিন।
তোমারই প্রতিমা দেখি নগরীর পটে অবিশ্রাম।

১৯২৮

উদ্যাপন

স্বপ্নে আজ দেখেছি তোমাকে।
মরণের বিবর্ণ চাদরে
দীর্ঘ তোমার তনুখানি
শীতল কোমল অন্ধকারে
স্পর্শ ক'রে ছড়ায় আদর।
স্বপ্নে আজ দেখেছি তোমাকে,
রাত্রি মোর অর্ধ ঘুমঘোর।

মৃদু স্নেহে খুলি আবরণ
দেখি হিমশুভ্র মুখখানি,
শীতল কোমল অন্ধকারে
পাণ্ডু আভা ফেলেছে মরণ,
শীতল শিথিল বুকখানি।

নির্নিমেষে দেখি তুমি নিট
স্তব্ধতার শব্দ মাঝে একা,
প্রশান্তিই দিয়েছে মরণ,
ওষ্ঠে নেই নিষ্ঠুরতা কীট।
বিচলিত, শেষ করি দেখা।

ফিরে আসি নিঃশব্দে শয্যায়
নিঃশব্দে শুনেছি হৃদ্-ভাষা,

বেদনা ও প্রশান্তি হাশিশ্
ঢেলে দিই নিঃশব্দে সেথায়।
নেই আর আদিতম আশা।

তোমাকে যে লেগেছিল ভালো,
মনোহীন মৃত তনু নয়,
দেহে তব গোধূলির ছায়া,
নিবু নিবু বাসনার আলো
রাত্রিদিন অবসাদময়।

তোমার ও ক্ষীণ ওষ্ঠাধরে
শ্লেষবাক্য মুগ্ধ করেছিল।
করেছিল মনেও চুম্বন,
ওষ্ঠাধর হাস্য-সুখ-ভরে
ওষ্ঠাধরে লুব্ধ ধরেছিল।

পৃথিবীর জনতার গ্লানি
স্পর্শ তো করেনি আমাদের।
মেরুদেশে আমাদের বাসা,
অতিরিক্ত নেই জনপ্রাণী,
বাঁধি বাসা মানস-লোকের।

সে জগৎ মুছে গেছে হায়
আমার স্বপ্নের আদি লোকে

পৃথিবীর গূঢ় প্রতিশোধ !
দেখিলাম মৃত্যুর ছায়ায়—
চিত্তে হানে উলঙ্গতা ও কে ।

তোমাকে যে লেগেছিল ভালো,
দিনরাত্রি ছিল অতৃপ্তি যে,
সেই ক্ষোভ সে লোভ আমার
জীবনে যে জ্বেলেছিল আলো ।
স্বপ্নে তারা হারায় দীপ্তি সে ।

তোমার মৃত্যুর সেতুপথে
চিত্ত লভে প্রিয় অন্ধকার ।
অচঞ্চল মুক্তির আস্বাদ—
নিদ্রা আনে নবহর্ষরথে
নবজাত পৃথিবী আমার ।

প্রভাতের প্রথম প্রহরে
সেই নববিশ্ব যাবে ধুয়ে ?
আলোকের শ্রাবণ-ধারায়
মধ্যাহ্নের খররৌদ্রকরে
আমেরিকা ঝ'রে যাবে ছুঁয়ে ?

তোমাকে শুধিয়ে লিখি তাই
তুমি কি মরণপারে গিয়ে

ইচ্ছা করো দেহান্তর পেতে,
তুমি কি আসবে রূপ ধ'রে ?
তোমাকে শুধিয়ে লিখি তাই,
প্রেম আসে প্রেতলোকে যেতে ?

১৯২৯

প্রেম

ফিরাও তোমার দৃষ্টি ফিরাও আমার চোখ হতে
অগ্নিশিখা ঢাকো নীলমেঘে।—
তোমার দৃষ্টির ঐ আহ্বান
জাগায় যে জোয়ারের গান,
তোমার নেব্যুলা চোখ নক্ষত্রের জীবনে আমার
বিপ্লবের নৃত্য যে জাগায়।
তোমার চোখের ডাকে ছুটে চলে জীবন আমার
নির্নিমেষ ঊর্ধ্বশ্বাসে জীবনের পথে।
ফিরাও তোমার দৃষ্টি ফিরাও আমার চোখ হতে।

পৃথিবীর পথ হল শেষ
অকস্মাৎ শেষ চেনা পৃথিবীর সীমা,
পৃথিবীর একেবারে ধারে
অন্ধকার পারে
শূন্যতার আকাশ-কিনারে
দ্বিধায় থমকে যায় গতি
মরণের গন্ধ পায় মন।—
ঢেকে দাও মুখ ঢাকো ছায়াপথ তোমার আঁচলে,
ফিরাও তোমার দৃষ্টি মিনতি আমার।

আমার এ পুরাতন পৃথিবীকে ছেড়ে
শূন্যতার অশেষ সাগরে

অজ্ঞাত এ গূঢ় অন্ধকারে
ঝাঁপিয়ে পড়তে বলো তোমার আহ্বানে বিহঙ্গের মতো
চিরতরে চিত্তে কোথা আশা ?—
তোমার নক্ষত্র চোখ দূরে নিয়ে যাও
অগ্নিশিখা ঢাকো নীল মেঘে।

১৯২৮

"অর্ধেক কল্পনা"

যেদিন জাগেনি বিশ্বে প্রাণস্পন্দে আদিম উৎসব,
অন্তহীন ঘননীল আকাশের ছিল নাকো নীল,
যেদিন হয়তো ছিল বিশ্ব শুধু সমুদ্রসলিল,
বায়ুহীন তমিস্রায় দিন-রাত্রি হয়নি উদ্ভব,
যেদিন জাগ্‌ল সদ্য অঙ্কুরিত কামনার স্তব,
যেদিন প্রথম এল ভবিষ্য ও অস্তিত্বের মিল,
সেদিন তোমারই স্বপ্ন দেখেনি কি গর্ভস্থ নিখিল ?
পুরুষের সৃষ্টিস্বপ্নে ছিল নাকি তোমারই বৈভব ?
তোমার দর্পণে আমি দেখেছি তো খণ্ডিত পুরুষ,
তোমাকে তর্পণে দেখি পুরুষের কম্পিত হৃদয়,
যে হৃদয়ে কেঁপেছিল আদি স্বপ্নে সৃষ্টির বিস্ময়।
তোমার দেহের দূর রহস্যের বদ্ধ মোহদ্বার
আমিই করিনি রুদ্ধ ভেদমুগ্ধ কম্পিত পুরুষ ?

১৯২৯

প্রত্যক্ষ

সেইদিন দেখেছি তোমাকে,
কোলাহল-কুৎসিত এ নগরের ভিড়ে
দুষ্টশ্বাস জনতা-আঁধারে
বার হয়ে এলে
সবাইকে পিছে রেখে,
সবাইকে রেখে এলে নিচে,
—সেইদিন দেখেছি তোমাকে।

সেইদিন আমাদের গান
ভুলেছে আপন সুর যবনের আগত বেসুরে
পদচারকম্পিত সে ভিড়ে।

দেখতে চেয়েছি আরবার।

বজ্রপাণি রুদ্রাঘাতে দিক আজ সব কিছু মুছে,
মৈনাক ডুবিয়ে দিক পৃথিবীর জনতাকে আজ,
—প্রভাতে দুচোখ মেলে অতীতকে বাতাসে উড়িয়ে
দেখি যেন অকস্মাৎ
আদিম ও স্তব্ধ সেই সঙ্গহীনতায়
এলে তুমি সদ্যস্মিত রজনীগন্ধার মতো একা,
শুভ্র মরুভূর মাঝে একান্ত বিস্ময়
তুমি এলে তরুণ তমাল,

হাতে নিয়ে দীর্ঘ অবকাশ, স্বাধীন জীবন,
এলে তুমি নীরব নির্ভরে
তন্নু, সঙ্গীহীন।

১৯৩০

বজ্রপাণি

কাল রজনীতে এসেছিল যবে বৈশাখী পূর্ণিমা,
আকাশের গায়ে লেগেছিল যবে শ্বেতচন্দন লেপ্,
বাতাস দেখাল স্নিগ্ধ মধুর কুমারীর ভঙ্গিমা—
তোমার দূতেরে পাঠাইলে হায় রুদ্র বজ্রপাণি !

ফুলেরা শয়ান ড্যানায়ের মতো প্রতীক্ষ-দেহ-মনে,
নিশ্বাস মোর গন্ধে আতুর ভারাক্রান্ত মোহে,
রাধিকা চাঁদের আবেশ ঝরিছে সবুজ কুঞ্জবনে
মুছে দিলে হায় পিঙ্গলিমায় অমোঘ বজ্রপাণি !

সুঠাম সুশ্রী মেদসুকোমল প্রিয়ারে বক্ষে ধরি
গলিতেছিলাম অর্থবিহীন সুমধুর কাকলিতে,
নাগরিকা মোর করুণ কোমল—মোদেরে লক্ষ্য করি
দধীচি-অস্থি হানিলে কঠোর কঠিন বজ্রপাণি !

সুগঠিত প্রেম, বাসনাবিলাস, উপবন পূর্ণিমা
দূর করে দিলে ঘোর ঝঞ্ঝায় চূর্ণ চূর্ণ করি,
যে ভুবনে মোর নিয়ে এলে—কোথা নারীদেহরঙ্গিমা
তোমারে আমার বন্ধু করিয়া কি লাভ বজ্রপাণি ?

১৯৩০

অভীপ্সা

এ আকাশ মুছে দাও আজ,
অন্ধকারে রাত্রি লেপে দাও,
জ্যোৎস্না ডুবিয়ে দাও অনিদ্রার ঘনকালিমায়।
দুই চোখ ঢেকে দাও, বাতাসের ব্যূহ ভেদ ক'রে
রাত্রির ঘোমটা-ঘেরা সমুদ্রের পদক্ষেপধ্বনি
ঢেকে এসো দ্রুতপদে
রুদ্ধ ক'রে নিশ্বাস আমার
শব্দহীন চরণসঞ্চারে।
স্থিরতা-নিঃশব্দ অন্ধকারে
অনিদ্রার শূন্যে হোক নিরালম্ব আমাদের
মুখোমুখি দেখা।
পৃথিবীকে চূর্ণ চূর্ণ ক'রে
আকাশে ছড়িয়ে এসো অন্ধকারে হৃদয়ে আমার।

১৯৩১

অর্ধনারীশ্বর

সম্মুখে দুঃস্বপ্নরুক্ষ অসিধার কঠিন আকাশ,
পদতলে স্টীলনীল পারহীন গভীর সাগর,
দোলরাত্রি নহে, নহে কোজাগরী যামিনী জাগর,
খরসূর্য চক্ষে মোর, রসহীন শাণিত বাতাস
পেশীরূঢ় বাহু দিয়া ভেদি চলি পর্বতশিখর।
কৃষ্ণ পর্বতের স্থূল অঙ্গে নাই সবুজের বাস,
উলঙ্গ পর্বতে কভু উর্বশীর পড়ে নাই শ্বাস।
চলিয়াছি পূজিবারে মন্দিরের অর্ধনারীশ্বর।

উঠিলাম ক্লান্তদেহ শ্রান্তমনে সর্বোচ্চ শিখর
কোথায় মন্দির হায় বর্ণহীন মরুভূ আকাশ!
আর শুধু তৃণশ্যাম সূচী-অগ্র কোমল প্রান্তর!
আর শুধু বহুদূরে অন্তহীন উদার সাগর!—

অকস্মাৎ হেরিলাম মূর্তি তার ক্লান্ত গতভাষ।
ভাষাহীন দোঁহে মোরা পূজিলাম অর্ধনারীশ্বর।

১৯৩০

সমুদ্র

ভাসিয়েছি প্রেম আজ নীলিমার অন্ধকার জলে,
রাত্রির স্তব্ধতা আর জনহীন অন্ধকার কূলে।
ভেসেছি ভাবনাহীন সমুদ্রের অন্তহীন বুকে,
আমার শরীর মন অন্ধকার নীল বুকে জ্বলে।

আমার হৃদয়ে আজ প্রেম নেই—লবণাক্ত জলে
আমার হৃদয় ভাসে—অন্ধকার জনহীন রাতে
সাগরের দেহে কেঁপে হেসে যায় আমার শরীর।
সাগরের অভিসার আমার চৈতন্যে নিত্য চলে।

তুমি যে এসেছ আজ পরিশ্রান্ত, যৌবনে কাতর
সৌখীন শিল্পীর গড়া, ক্ষীণকণ্ঠ, পেলব শরীর—
প্রেম আজ ঘরছাড়া, জনহীন বালুকার কূলে
এ হৃদয় অন্যমনা, পাশে তার বলিষ্ঠ সাগর।

১৯৩১

সাগর উত্থিতা

সবুজ সমুদ্রে ওঠে অগণন ঢেউ
অগণন শ্বেত অশ্বারোহী—
বালুকাবেলাকে দেয় চূর্ণ চূর্ণ চুম্বনের ফেনা—
বিরাট বালুকাবেলা চ'লে যায় স্ফটিক-আকাশে
স্থিরদৃষ্টি, মৌন, উদাসীন।

আমি একা চলি লঘুগতি,
সমুদ্রের শ্বাস টেনে বাক্যহীন চলেছি একেলা।

নির্মেঘ পৌষের প্রখর রৌদ্রের
মুঠি মুঠি হীরক কণায়
অন্তহীন বেলাভূমি কেঁপে চ'লে যায়
উদাসীন রহস্যের শেষ কিনারায়।
সবুজ সমুদ্র আর স্ফটিক আকাশ
ঢেউদের উল্লাসের মত্ত অট্টহাস—
বৈরাগিনী বালুকার বুকে শুধু
একমাত্র আমার নিশ্বাস।

ছায়া চলে প্রতি পদক্ষেপে
চলেছি একেলা
সমুদ্রের শ্বাস টেনে বাক্যহীন চ'লে যাই একা।
বালিয়াড়ি কেঁপে ওঠে নির্নিমেষ নয়নে রৌদ্রের,

সমুদ্র আকাশ মেশে আবেশের ফিরোজা রেখায়,
শাণিত বাতাসে পাই নিশ্বাসের প্রবল বিস্তার,
লবণাক্ত স্বাদ মুখে—বলিষ্ঠতা নিঃসঙ্গ চলার !

বালিয়াড়ি পার হয়ে অকস্মাৎ আবির্ভূত চোখে
রৌদ্রে ও সুবর্ণে মেশা পরিপূর্ণ তনু বলীয়ান্ !
উলঙ্গ শরীরে ঝরে সমুদ্রের লবণাক্ত জল
রৌদ্রের হীরকচূর্ণ সর্বঅঙ্গে স্ফুলিঙ্গ ছড়ায়,
চোখের কালোতে স্নিগ্ধ জলতৃপ্ত দীর্ঘ কালো চুল
দুলিছে সুঠাম তার নিতম্বের তটদেশ বেয়ে,
ধ'রে আছে আলো
কঠিন উদ্ধত শ্যাম স্তনাগ্রচূড়ায় ।

নীলাভ সমুদ্র'পরে শুভ্র মূর্তি দেখি দু চোখে
স্ফটিক আকাশতলে সীমাহীন বালুকাবেলায়
লবণাক্ত বায়ুস্নিগ্ধ খররৌদ্রালোকে
নিভৃতির তপোভঙ্গ ক'রে
সুদীর্ঘ সুঠাম নগ্ন তনু বলীয়ান
শুনি তার প্রাণের স্পন্দন,
আদিম ও অন্তহীন সঙ্গীতের
চেয়ে দেখি উচ্ছল ইঙ্গিত ।

অবগুণ্ঠিত নারী—
শরতের সূর্য সে যে—সে তো নয় কোজাগরী শশী,

কুণ্ঠাহীন দৃষ্টি তার আমাকে সে দিলে দৃষ্টি ভ'রে,
আমি তাই একা তটে বসি,
আর ভাবি রৌদ্রময়
ভাষা তার কিবা বলে—ডায়ানা ? উর্বশী ?

১৯২৯

উর্বশী

আমি নহি পুরূরবা।   হে উর্বশী,
ক্ষণিকের মরঅলকায়
ইন্দ্রিয়ের হর্ষে, জানো গ'ড়ে তুলি আমার ভুবন ?
এসো তুমি সে ভুবনে, কদম্বের রোমাঞ্চ ছড়িয়ে।
ক্ষণেক সেখানে থাকো,
তোমার দেহের হায় অন্তহীন আমন্ত্রণবীথি
ঘুরি যে সময় নেই—শুধু তুমি থাকো ক্ষণকাল,
ক্ষণিকের আনন্দআলোয়
অন্ধকার আকাশসভায়
নগ্নতায় দীপ্ত তনু জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে যাও
নৃত্যময় দীপ্ত দেয়ালিতে।

আর রাত্রি, রবে কি উর্বশী,
আকাশের নক্ষত্রআভায়, রজনীর শব্দহীনতায়
রাহুগ্রস্ত হয়ে রবে বাহুবন্ধে পৃথিবীর নারী
পরশ-কম্পিত দেহ সলজ্জ উৎসুক ?
আমি নহি পুরূরবা, হে উর্বশী,
আমরণ আসঙ্গলোলুপ,
আমি জানি আকাশ-পৃথিবী
আমি জানি ইন্দ্রধনু প্রেম আমাদের।

১৯২৯

পর্যাপ্তি

যাক, আজ দূরে যাক তারা
মেঘের তরঙ্গে ভেসে মৃত-স্বপ্ন আমার প্রিয়ারা,
চ'লে যাক সপ্তর্ষির পারে।
মলিন তুষার আজ মেঘেদের তরঙ্গের রং,
শীতের কালিমা আজ ছায়াপথ শ্বেতাঙ্গীর বুকে
বিদায়ের লগ্ন এই,
মেঘে মেঘে ভেসে যাক তারা।

পশ্চিমে নিভন্ত আজ আলোকের চুম্বনের জ্বালা
কালো হয়ে গেল তার ওষ্ঠাধররক্তিম আবেগ,
পীড়িত চাঁদের মুখ—বর্ণহীন কুঞ্চিত করুণ,
তারারা অস্পষ্ট আজ মৃত্যু-কুয়াশায়,
ধূসর মেঘের স্রোতে আজ
ভেসে চলে প্রাণহীন প্রিয়ার শরীর।

স্বপ্ন দেখেছিল যারা তারা আজ মেঘের পিছনে,
স্বপ্নে বেঁচেছিল যারা তারা আজ মেরুর বাতাসে,
পুরোনো নৌকার মতো ভেসে যাক্ বিস্মৃতির ঢেউয়ে।
ডুবে যাক্ তারা,
মৃত্যু পাক্ চিরতরে,
আমার মনের মৌন স্বপ্নদের সমাধি-গহ্বরে।

আজ হতে আমার পৃথিবী
আজ হতে আমার আকাশ
আজ হতে এ পৃথিবী কঠোর কঠিন
এথিনার মূর্তি পাবে,
আজ হতে আমার আকাশে
বজ্রপাণি ছড়াবে আপিঙ্গল সংহতির হাসি।
আজ হতে শীতল বাতাস
সমুদ্র-বীজন-স্নিগ্ধ দক্ষিণের কোমল বাতাস
ছড়াবে না স্বপ্নবীজ আর।
আজ শুধু হিমলঘু নিশ্বাসের নির্মম পরশে
উজ্জ্বল আকাশতলে
মধ্যাহ্নের খরসূর্য চেয়ে রবে আমার তু চোখে।
সমুদ্র মরুভূ হল আজ
নেয়াডের লীলা হল শেষ,
শুভ্র ঋজু পর্বত-শিখর।
পর্বত আমাকে দিলে আকাশের বৈরাগ্য মিতালি
পর্বত গড়েছে আজ দৃষ্টিপথে তুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর,
দিয়েছে আমার স্বপ্নে রূঢ় নিষ্পেষণ।

স্বপ্নগুলি ছুঁড়ে দাও আজ
পুরাতন ভগ্ন অলঙ্কার
রাত্রিশেষে বিলাসী-আসর
স্বপ্ন সব ঠেলে দাও প্রভাতের গণিকার মতো।

পুরোনো সঙ্গীরা যত
কতদিন কর্মহীন গেছে
পুরোনো বন্ধুতা যত
কত রাত্রি বিনিদ্র কেটেছে
তারাদের মুখোমুখি নিদ্রাহীন উত্তপ্ত শয্যায়।
সন্ধ্যার এ ম্লান ক্লান্তক্ষণে
বিদায়ের এসেছে সময়।
তোমাদের ভার ব'য়ে ব'য়ে
ভার ব'য়ে আনন্দিত মোহে
স্বপ্নছায়ে গেছে দিন, লঘুপক্ষ দিন।

আজ আমি পরিচ্ছন্ন, বৃন্তচ্যুত অতীত আমার
স্বপ্নের প্রাসাদ আজ ভেঙে দিয়ে তাই
ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রধনু ভেঙে
আজ আমি মাগি তাই বন্দীর বন্ধন
আজ আমি ছেড়েছি আমাকে
মেরুক্রমা তুষার-বাতাসে
পর্বতের শুভ্র দৃঢ়তায়
স্বচ্ছ দীপ্ত নিষ্ঠুর আকাশে
জীবনের অনন্ত মিছিলে।

১৯৩০

সন্ধ্যা

বামদিকে গিরিশৃঙ্গ আকাশকে করেছে আহত,
শ্যামাঙ্গী দিতিকে যেন মুষ্টি তোলে ক্ষিপ্ত দৈত্যশিশু।
দুরন্ত পর্বতচূড়া চোখকে সে এড়াতে চায় যে
মানুষের মাঠ ফেলে—আমারই এ হৃদয়ের মতো!

অন্যদিকে বেয়ে চলে অন্তহীন ঘন অরণ্যানী,
মানুষেরও দেখিনি তো অন্তহীন এত ঘন ভিড়।
মানুষের ভিড় কভু নয় এত অজ্ঞাত নিবিড়।
কোন্ লোকে এসেছি যে, জানি নাকো বনানীর বাণী

পশ্চাতে রয়েছে প'ড়ে পাথরের একখানি হাড়,
শিরে শিরে রিনিঝিনি রক্তধারা স্পর্শ তার পায়।
পাথরের কী যে ভাষা! রক্তধারা হিম হয়ে যায়।
অজ্ঞাত ধমনী কার স্পর্শে করে আমাকে নিঃসাড়।

রক্তের ফোয়ারা সূর্য অকস্মাৎ পর্বতের মাঝে
ডুবে গেল দ্রুতগতি, ঘূর্ণাবর্তে কুমিরের মতো।
গোধূলির ছায়া নামে আর ওঠে কারা শত শত
বনানীতে, প্রান্তরে ও কৃষ্ণ ক্রূর পর্বতের মাঝে।

সমুৎকর্ণ অরণ্যানী, ঊর্ধ্বগ্রীব পর্বতের মালা
বিধাতার মনে আসে বাসনার বিবর্ণ আবেশ,

জলেস্থলে কম্পমান সৃজনের রূঢ় প্রেমাবেগ,
আমার নিশ্বাস স্তব্ধ, কী বিস্ময় তুই চোখে জ্বালা।

মনে হয় মৃত আমি, দেহ আর নয়কো আমার।
ম্যামথেরা আসে বুঝি ? প্রেম জাগে পৃথিবীর বুকে
মাটি কাঁপে, ছোটে যত মদমত্ত নেআণ্ডরতাল্ ;
দেহ হিম, মন কাঁপে, জাতিস্মর ওঠে অন্ধকার।

১৯৩১

উর্বশী ও আর্টেমিস্

Glory and loveliness have passed away—

সন্ধ্যার বর্ণের ছটা রয়েছে তো তবু,
তবু তো আকাশে
ছুটে চলে শব্দময়ী অপ্সররমণী
ঝঞ্ঝামদরসে মত্ত শত বলাকার পক্ষধ্বনি।
পুরূরবা নেই আর—
ক্লান্ত স্থির আকাশের বুকে
দূরগামী সূর্য আজো ঢেলে দেয় তবু
গলন্ত তামার দীপ্ত রক্তিম চুম্বন।
আজো তবু ওরায়ন-প্রিয়া
কুমারীর ক্ষীণ দেহ বয়ে যায় সবুজ আলোতে।
প্রিয়ার শরীর
পুরুষের মনে আজো বোনে নিদ্রাহীন ইন্দ্রজাল।
আজো তাই লাবণ্যের ঘরে
সন্ধ্যার কবিত্বময় কোমল আলোয়
ট্রিস্টান্ ও ইসোল্‌ডের রোমাঞ্চনিবিড় সুরে সঙ্গীতমায়ায়
মগ্ন হয়ে বাক্যহীন আমি রই চেয়ে,
আর বয় পাশে
রূপকথা-স্বপ্ন বয়, প্রেমের কবিতা বয়
শ্রাবণের পূর্ণদীঘি লাবণ্যের চোখে।

লাবণ্যের মায়া আজ ধরেছে আমায়
লাবণ্যের মূর্তি আজ ছায়
আমার পৃথিবী, ছায়
সমুদ্র আকাশ
দিনের ধমনীছন্দ রাত্রির নিশ্বাস
লাবণ্যের মূর্তি সদা ইহুদীর ঈশ্বরের মতো
আমাকে রেখেছে লক্ষ্য, ছাড়ে নাকো মুহূর্ত কখনো

হে স্যর্সি, বেঁধেছ মোরে, আরো বাঁধো,
আমি ভালোবাসি
তোমার সর্পিল কেশ, নিমীলনীলিম তব চোখ
মোর চোখে আসি
রক্তের সূতায় রাঙা সুনিপুণ তোমার অধরে
বেঁধে দিক্ মুখ
উরুবন্ধে বাহুবন্ধে বাঁধো, স্যর্সি, সে ঘন বন্ধন
রোমাঞ্চে ফুটুক।

বিপুল পৃথিবী আর নিরবধি কাল
অর্জুন আসে না আর, চিত্রাঙ্গদা কবে মুছে গেছে
তপোবন নেই আর কণ্বমুনির
আজো তবু বিপুল পৃথিবী
আজো এই আমাদের কাল
আজো এই জ্ঞানবিজ্ঞ জরাবৃদ্ধ অভিজ্ঞ ভুবন

পলাতকা উর্বশীর প্রতি পদপাতে
দুলে দুলে ওঠে স্নায়ুআলোড়িত উতলা কম্পনে।
আজো তাই পরিশ্রান্ত ম্যামন-মলিন
জলস্থল কেঁপে ওঠে উর্বশীর দেহের আস্বাদে।
কত রাত্রি, কত বর্ষ, কত দীর্ঘ শতাব্দীরা গেল
ক্লিয়োপেট্রা থেকে আজ হয়ে গেল বিংশতির পালা,
আজো তবু উর্বশীর স্তন
উর্বশীর পাণ্ডু উরু শুভ্র বাহু উচ্ছৃঙ্খল যৌবনের চোখ
আমাদেরে ক'রে রাখে তৃপ্তিহীন একাগ্র বৈরাগী।
আজো তবু গোধূলি মলিন
ধোঁয়ায় মলিন এই শব্দখর কুৎসিত নগরে
তন্দ্রালসা সন্ধ্যা নামে নবীন ধরার মায়া
ধ'রে তার দুই স্নিগ্ধ করে।

আজো তাই লাবণ্যের ঘরে
আমার চেতনা ছেয়ে মায়া জাগে লাবণ্যের নিশ্বাসের স্বরে
নিশ্বাসের গন্ধে তার চুলের কালোয়
উর্বশীর মায়া লাগে লাবণ্যের আঙুলের মৃদুস্পর্শবরে
উর্বশীর মায়া।
লাবণ্যের মুখে আজ বতিচেল্লি এঁকেছে ভিনাস্
ভিনাসের ছায়া
আমার চেতনাঘর স্বপ্নে আজ করেছে রঙীন,
আকাঙ্ক্ষার আমার আকাশ ক'রে দিলে নীল শরতের দিন

সূর্যাস্তের দীপ্তিতে রঙীন,
আমাকেও করে দিলে বাসনার আশ্চর্য সিম্‌ফনি।
শতস্বপ্ন-নাইলাসে ভেসে গেল পৃথিবী আমার
নির্নিমেষ অনিদ্রায় ডুবে গেল নিদ্রার আহুতি
মিশে গেল রাত্রি আর দিন।

আজ শুধু প্রার্থনা আমার
আর্টেমিস্‌, প্রার্থনা আমার
হেক্‌টরের মৃতদেহ রক্তস্নাত রথচক্রক্ষত হল মন
আমাকে পাঠিয়ে দাও, আজ তুমি দিয়ে যাও
দ্রুতগতি তোমার আশ্বাস।
আর্টেমিস্‌, প্রার্থনা আমার।
চিত্তপ্লাবী ঐশ্বর্যের ভার
আজো হেরি এরস-মাতার।
আর্টেমিস্‌, হিপোলিটসেরে
সঞ্জীবনী দিলে তো সেবার।
আর্টেমিস্‌, প্রার্থনা আমার।

১৯৩০

ছেদ

আমার হৃদয় হিম-অবজ্ঞায় করেছি বিকল।
কানে করে হাহাকার দেউলিয়া উত্তরের হাওয়া।
বনের কিনারে মোর বাংলোর দুইখানি ঘরে
বানপ্রস্থ বরিয়াছি—ছিঁড়িয়াছি তোমার শিকল।
দুর্ভিক্ষ করেছি দূর—শরীর ও হৃদয়ের চাওয়া।
আমার হৃদয়ে আজ বনানীর নিস্তব্ধতা ঝরে।

হেথা নাই অপমান ব্যর্থতার জ্বালা মূর্খতার।
হেথা নাই গান্ধিজীর নাটকীয় জয়অভিযান,
হেথা নাই সুশোভন রূপদক্ষ রবীন্দ্র ঠাকুর।
এখানে আকাশ আর শত শত শালতরু-সার।
এখানে কলকাতা কানে কটুকণ্ঠে করে নাকো গান।
অন্ধকারে মূর্তি তব কক্ষ হতে করিয়াছি দূর।

প্রভাতের আলো নামে স্নানশুভ্র কুমারীর মতো,
সঙ্গীহীন দিন মোর—সঙ্গী শুধ্ বনানী বন্ধুর,
সঙ্গীহীন রাত্রি মোর—প্রেম আর সাথী মোর নয়।
মুছেছি তোমারে—(তিক্ত ঘৃণ্যতায় করিনি আহত,
সম্পূর্ণ ছেড়েছি—চিত্র একেবারে করিয়াছি দূর)।
আকাশ ঘনিষ্ঠ হেথা—সূর্য শূন্যে অগুণ্ঠিত রয়।
পৃথিবীর স্তব্ধতায় ডুবে গেছে পূর্বরাগ-সুর।

১৯৩১

রাত্রিশেষে

আকাশের দুর্গে নেই পলাতকা অমাবস্যা আজ।
সমুদ্রের স্নায়ু আজ অবসন্ন—মরেছে জোয়ার,
তন্দ্রাহত পরাজিত পলাতক ঢেউয়ের সওয়ার।
আজ আর প্রেম নয়—নিদ্রাহীন অন্ধকার আজ।

চিত্তের সমুদ্র আজ শান্ত স্থির বিম্ববতী দীঘি,
নক্ষত্রদেয়ালি নেই, গোধূলির দেহহীন আলো।
এ আলোতে আমি আছি, আর আছে বিশ্ব চার পাশে
সে বিশ্ব আমারই মূর্তি—দীর্ঘ ছায়া আমার মনের।

সে ছায়ায় প্রেম নেই, সে ছায়ায় জাগে ক্লান্ত মন
নিশীথ আমার মন জাগে আজ উগ্র অন্ধকারে।
তোমার ও চোখ আজ ভুলে থাক তাদের ভাষারে।
স্পন্দিত আমার চিত্তে বিধাতার গর্ভ-অন্ধকার।

১৯৩১

অতিক্রম

রাত্রির বিশাল মুখ বাতায়নে উঁকি দেয় কালো,
একাকী রয়েছি ব'সে অরণ্যের বাংলোর ঘরে।
আকাশে নেইকো আলো, পৃথিবীর নিভে গেছে আলো
অরণ্যের অন্ধকার ছুটে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে ঘরে।
অন্ধকার সমুদ্রের মাঝে আমি ডুবে আছি একা।
কণ্টকিত অন্ধকারে চেতনায় অবসাদ ক্ষরে।

এ হৃদয়ে আশা নেই, হাস্যহীন জাগে শুধু ভয়।
ভয়ের তরঙ্গ ওঠে অরণ্যের অন্ধকার হতে।
অদূরে পর্বত কালো আগন্তুক দস্যুর ইঙ্গিত।
জনশূন্য অরণ্যের কণ্টকিত অন্ধকার স্রোতে
স্তব্ধতা মথিত করে পিছু থেকে মর্মরিত ভয়
মুঠিতে আমার ক্লিষ্ট স্নায়ু চেপে মুখে চেয়ে রয়।

বিতৃষ্ণার তরণীতে তোমাকে করেছি কবে দূর,
আছে শুধু জনশূন্য অরণ্য ও পর্বত বন্ধুর।
আর আছে নবাগত অজ্ঞাত এ রাত্রির আঁধার,
নিদ্রাহীন ভয় আছে অবগুণ্ঠিত পৃথিবীর পাশে,
বিনিদ্র আমার ভয় অরণ্যের বিদেশী নিশ্বাসে।
করেছি তোমাকে দূর বিধাতার কল্পিত আশ্বাসে—
সে কল্পনা পলাতকা জনহীন স্তব্ধ অন্ধকারে।

১৯৩১

প্রত্যাবর্তন

(র‍্যাঁবো)

আহা ষড়ঋতু !   বনভবন !
কোন্ সে চিত্ত নিস্খলন ?

সুখ—তা ইন্দ্রজালবরে
আনি আমি প্রতি ঘরে ঘরে ;

সম্ভাষি তাকে কলরবে
প্রভাতী শিখীরা ডাকে যবে ।

তার নির্দেশে আজ যে যাই,
সব লিপ্সাই নিভেছে তাই ।

সঁপে দিই তাকে শরীর মন—
পুরুষকার-ও সমর্পণ ।

আহা ষড়ঋতু !   বনভবন !

১৯২৮

প্রজ্ঞাপারমিতা তাঁকে করে আশীর্বাদ

পাণ্ডু মুখে তার
সূর্যাস্তের বর্ণচ্ছটা ঐশ্বর্যের প্রদীপ্তি ছড়ায়
স্পর্শধন্যতায়।
মুখখানি তার
দিশাহারা অস্তরাগ, থমকায় গোলাপের বনে
আর চেয়ে থাকে
মুক্তপক্ষ নভচারী উৎক্রোশের দিকে।

বলি আমি পল্লবমর্মরে,
তোমার নয়নে, লিলি পর্বতের সরোবর
পেয়েছে ব্যঞ্জনা
শিখরপ্রশান্ত, স্থির, স্বচ্ছ ও অতল।

মৃদুস্বরে বলি,
তোমার কথায়, লিলি, দেয়ালিমক্ষীরা
প্রেমের গুঞ্জন শত হৃদয়আলোর পাশে ঘোরে বর্ষকাল,
ক্ষণিক তোমার কথা তুমি ভুলে যাও
আমার হৃদয়ে তারা ঘোরে নানা রূপে রূপে নক্ষত্রসভায়।

বাহুটি জড়িয়ে তাকে বলি,
তোমার চিত্তের, লিলি, চামেলিসৌরভ
যে মায়া ছড়ায় চেতনায়

সে মায়ায় ফুটে ফুটে ওঠে
পৃথিবীর পরম আশ্বাস।

বাহুটি শিথিল রেখে আমার কম্পিত কণ্ঠে স্তব্ধ থাকে ব'সে
জীবনের প্রচ্ছন্ন প্রজ্ঞায়।
আগামী রাত্রির ছায়া নীড় বাঁধে শান্ত নির্নিমেষ
অনন্য সে পাণ্ডু মুখে তার।

১৯৩২

ভয়

বট আর অশথের ছায়াঘন কালো ভয়গুলি
পথের উপরে পড়ে আমাদের প্রতি পদক্ষেপে।
চাঁদ হল দূর থেকে আলোর ইশারা,
অন্ধকার মুখোমুখি হাতছানি দেয় আমাদের।
রাত্রি আজ স্তব্ধতার দীঘি,
তার উপরে রাত্রির শব্দেরা
অবিরত পড়ে টুপটাপ।

অন্যমনে
চলেছি দুজনে
—অকস্মাৎ ডাকলে আমায়,
দু'হাত ছড়িয়ে দিলে—
ভয়ের আবেগে ছেঁড়া তোমার সে নির্ভরের দান
চিরজীবী নোজ্‌গে আমার।

১৯৩২

এপ্রিল

শুভ্রকেশ ঢেউ ছেড়ে, সমুদ্রের আলিঙ্গন ছিঁড়ে
এপ্রিল তো চ'লে গেল হাস্যলঘু নেয়াড্ আমার ।
চ'লে গেল চপল হাওয়ায়
রেখে গেল খর রৌদ্রালোক ।
শূন্য হল তীর
রৌদ্রালোকে তীর হল শুষ্ক মরুভূমি ।
বালুকণা ধরে রৌদ্রে
তরল মদের স্বচ্ছ রং ।
চ'লে গেল স্নানস্বচ্ছ লঘুদেহ এলোচুলে
এপ্রিল আমার ।

১৯৩৩

গ্রীষ্ম

ঘন গ্রীষ্মতাপ।
বিশ্বের উত্তপ্ত দাহ আজ বুঝি জমায়েৎ ভিড়
বেঁধেছে এখানে দানা আমাদের পাশে ?
জমেছে গুমোট।

আমবনে ফল আজ পেকে ওঠে সম্পূর্ণ রঙীন
পরিপক্ক ফল আজ পড়তে তো পারে না মাটিতে
গরমে যে নিরেট বাতাস।
শ্রান্তি ব'য়ে ব'সে দোঁহে বাতাসের স্নিগ্ধ প্রতীক্ষায়।
মরুভূমি আকাশের চোখে স্নিগ্ধ ছায়ার তৃষ্ণায়।
—বাতাস ভুলেছে।
এ গুমোট দেয় না সে ছিন্ন ছিন্ন ক'রে দুই হাতে
চিরে চিরে।
বাতাস গিয়েছে দূর সমুদ্রবীজনস্নিগ্ধ
নারিকেলমর্মরিত প্রবালের দ্বীপে।

অবসন্ন ব'সে দুইজনে।
কর্মহীন অবকাশ কর্কশ কঠিন গুমোটে
কাটে রৌদ্রতাপে।

আকাশ পৃথিবী আমবন
অদৃশ্য অস্পৃশ্য হল বর্ণহীন প্রদাহে রৌদ্রের।
শুধু লিলি, তোমার শরীর
মসৃণ কোমল পাণ্ডু মর্মর শীতল।

১৯৩৩

আলোক ছড়াও*

শীতের উন্মুক্ত রৌদ্র কালো তার কেশে
হ্রস্ব বন্ধহীন কেশে অন্ধকার কুঞ্চনে কুঞ্চনে,

হীরার ঝরণা
ছড়িয়েছে যেন শত উৎসুক আঙুল
পাহাড়ের ছায়াচ্ছন্ন কৃষ্ণ বক্রিমায়।

ঢালো রৌদ্র,
আলোক ছড়াও
কৃষ্ণ কেশে, সুকুমার শুভ্র ললাটেও,
আর তার উত্তোলিত বাহুতে নিটোল।

আলোক সোনাটা আমাকে করেছে বিচলিত, মূক,
দুজনে দাঁড়িয়ে বারান্দায়।

১৯৩১

সোঽবিভেত্তস্মাদেকাকী বিভেতি

১।৪।২ বৃঃ উপনিষদ্

মানুষের অরণ্যের মাঝে আমি বিদেশী পথিক.
মুখোমুখি কথা বলি—চোখে লাগে অটল প্রাচীর।
বিদেশী পথিক আমি এসেছি কি বিধাতার ভুলে
পৃথিবীর সভাগৃহে, বুঝি নাকো ভাষা যে এদের।

প্রকৃতির দুয়োয়ারে এসে পড়ি বিদেশী বর্বর,
বর্বর জানে না হায়! পদে পদে করে অপরাধ,
কোথা লেগে যায়—সরীসৃপ তিক্ত-ফণা।
জলস্থলব্যাপী ভয় দেহ মন নিয়ত কাঁপায়।

নিত্যকাল ধ'রে এই—দিন কাটে নিত্য তৃপ্তিহীন,
রাত্রিও প্রশান্তিহীন—ত্রিশঙ্কু এ আমার হৃদয়।

১৯৩২